আজকের কাগজ

তারিখ 16 AUG 1994
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

03

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সব বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে

আরিফ রেহমান

দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সব বয়সের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান। দেশের কর্মজীবী এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তেমন একটা নেই বললেই চলে। সেদিক থেকে যে কোন বয়সের শিক্ষার্থী গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ক্লাসে অংশগ্রহণ না করেও তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পাচ্ছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনায়াসেই। বিশ্বে সর্বপ্রথম এই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় বৃটেনে। এর প্রয়োজনীয়তা ও কার্যক্রম উপলব্ধি করে পর্যায়ক্রমে বিশ্বের অনেক দেশই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ওপেন ইউনিভার্সিটি) পদ্ধতিতে সব বয়সের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। থাইল্যান্ড, ভারত, অস্ট্রেলিয়াসহ আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিশ্বের কোন কোন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০০টি পর্যন্ত বিভিন্ন কোর্স চালু রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই তাদের পছন্দের বিষয়ে অডিও, ভিডিও এবং রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে তারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

বাংলাদেশের কর্মজীবী ও বয়স্ক মানুষের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে সর্বপ্রথম গত '৯২ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি উত্থাপিত হয়। দেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষার কথা চিন্তা করে তখন বিলটি পাস করা হয়। পরবর্তীতে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ এবং বিদেশী শিক্ষাবিদদের নিয়ে সভা, সেমিনার এবং অন্যান্য দেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছে। ডঃ এম শমসের আলী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি কোর্স চালু রয়েছে এর একটি বি এড কোর্স এবং অপরটি ৬ মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষা কোর্স। দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষের ইংরেজি শিক্ষা, কথা বলা এবং ইংরেজিতে লেখা শেখার জন্যে প্রাথমিকভাবে এই কোর্স চালু করা হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আপাতত প্রধান মাধ্যম হচ্ছে টিভি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দূর প্রশিক্ষণে পদ্ধতিতে বিএড শিক্ষার্থীদের বর্তমানে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশে পর্যায়ক্রমে তাদের বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষা দানের সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টারে সমৃদ্ধ পাঠাগার, প্রতিটি পাঠ গ্রহণের জন্যে অডিও ক্যাসেট ও ভিডিও ক্যাসেটের ব্যবস্থা থাকবে। যে কোন কোর্সের শিক্ষার্থী যদি কোন কারণ বশতঃ নির্ধারিত দিনের টিভি কিংবা রেডিও অনুষ্ঠান দেখতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি স্থানীয় রিসোর্স সেন্টারে যোগাযোগ করে ঐ বিষয়ে ঐ দিনের ভিডিও ক্যাসেট দেখে কিংবা অডিও ক্যাসেট শুনে ঐ দিনের লিসন শিখতে পারবেন। অথবা ঐ সেন্টারে পাঠাগারে রক্ষিত বই-পত্র পড়ার সুযোগ পাবেন এবং কোন বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষকের নিকট থেকে বুঝে নেবার সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কোর্সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের প্রধান মাধ্যম হবে বিভিন্ন প্রকাশনা, রেডিও, টিভি, অডিও, ভিডিও এবং আঞ্চলিক রিসোর্স সেন্টার। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশে সব বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কারণ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণের সবচেয়ে বিশেষত্ব হল এর নেই কোন শ্রেণী কক্ষ, ক্যাম্পাস, বাধা-ধরা নিয়ম, নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণের নিয়ম বয়সের সীমারেখা, উপস্থিতির হার, কিংবা অন্য কোন গতানুগতিক নিয়ম। দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র দু'টিকে কোর্স শুরু হবার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। ইতিমধ্যে এই দুটি কোর্সে ১৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা নিয়েছে। আরো প্রায় ৭ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষাধীনে রয়েছে। এ দু'টি কোর্সের পাশাপাশি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগামী '৯৫ সালের জানুয়ারি থেকে দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে এস এস সি পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার এ্যাপলিকেশন কোর্স চালু করবে। নতুন এই দু'টি কোর্স চালু করার জন্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের লিসন তৈরিতে ও প্রয়োজনীয় কার্যাদি শুরু করেছেন। এসএসসি কোর্সে ঘরে বসে গৃহবধূ, কর্মজীবী এবং বয়স্ক মানুষেরা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করে এসএসসি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে এইচএসসি বিএবিকম, মাষ্টার ডিগ্রী, নার্সিং ডিপ্লোমা, কৃষি, স্বাস্থ্য, মৎস্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।